Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইফুন নাহার ইস্পা

রোলঃ 227022158

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইফুন নাহার ইস্পা

রোলঃ 227022158

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাইফুন নাহার ইস্পা, আইডিঃ 227022158 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সাইফুন নাহার ইস্পা

আইডিঃ 227022158

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

নিষেধাজ্ঞা পালনে সবর 1

মসিবতে সবর 2

সবরের ফলাফল 3

বিপদে মুমিন যেভাবে ধৈর্য্য ধারণ করবে 3

সবরের পুরষ্কার 4

সন্তানের মৃত্যুতে সবর 5

মৃগী রোগের সবরের প্রতিদান 6

প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনায় সবরের প্রতিদান 8

ধৈর্যের কঠিন পথকে অবলম্বন করুন 9

বিপদে বে সবর বান্দার অবস্থা 10

সবরের প্রয়োজনীয়তা 11

সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা 13

সবর ঈমানের মূল 14

সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ 15

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা 18

হতাশ বা নিরাশ হওয়া 18

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা 19

সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ 19

সবর হাসিল করার উপায় 20

রাসূলুল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর ধৈর্যশীলতা 21

বে সবর বান্দাদের চেনার উপায় 22

বে সবরের পরিনতি 23
বে সবর কবিরা গুনাহ........ 25
কারো নিকট হতে কষ্ট পেলে যেভাবে সবর করব........ 26
সবর করতে না পারলেও কি পুরস্কার পাবে 26
আমলের ক্ষেত্রে বেসবর হলে তা বাতিল হবে 27
মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস 27
অসুস্থ্তার দিনে সবরের পরীক্ষা........ 29
মসীবতে বে সবর হলে তা হতে উত্তোরণের উপায়........ 29
মসিবতের চেয়ে নিআমতের পরীক্ষা বেশি কঠিন........ 31
বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার 32
সবরের বিনিময়ে জান্নাত........ 33
উপসংহার........ 34

ভূমিকা

সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-আটকে রাখা, আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ.

"হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে।"'

অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটহকে রাখুন। তাদের থেকে আলাদা বা পৃথক হবেন না। বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ.

"আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।"
অর্থাৎ আমরা একই খাদ্যের উপর নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারবো না। যেমন আরবরা বলে থাকে-

"অমুককে সবর করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে" তথা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্ব

পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সবর শব্দটি অধৈর্য বা ঘাবড়ে যাওয়ার
বিপরীত।

নিষেধাজ্ঞা পালনে সবর

শরীআত যা-কিছু নিষেধ করেছে তার প্রতি মানুষের কুপ্রবৃত্তির লোভ থাকে, যেমন সুদ-ঘুষ খাওয়া, মদপান করা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা ইত্যাদি। সেই লোভ দমন করে এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার মনকে শাসন করতে হয়। এতেও কিছু না কিছু কষ্ট আছেই। সেই কষ্ট স্বীকার করে শরীয়াতে সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকাটাও এক প্রকার সবর।

কেননা এতে মনকে কঠিন বাঁধনে বাঁধতে হয়, যাতে সে লোভের শিকার হয়ে নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

মসিবতে সবর

বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের যে সবর, তাতেও এক প্রকারের বাঁধনে বাঁধতে হয়। বলেনা বিপদাপদে পড়লে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। সেই অস্থিরতায় নানা আছের অবৈধ কাজ করে ফেলে ও নাজায়েয কথাবার্তা বলে ফেলে। সেই নাজারের কাজ ও কথা যাতে না হয়ে যায়, সেজন্যে যে-কোনও বিপদে নিজেকে কঠিনভাবে বেঁধে রাখতে হয়।

বস্তুত বিপদ-আপদ পার্থিব জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ইহজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই জীবনের পথে পথে কাঁটা। আছে ঝড়-ঝঞ্ঝা। আছে নানা দুঃখ-কষ্ট। কখনও ফসলহানি হয়, কখনও প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে। সম্মুখীন হতে হয় অন্যের অপ্রীতিকর আচরণের। কখনও ইজ্জত-সম্মানের উপর আঘাত আসে। সম্পূর্ণ বাধা-বিপত্তিহীন নিরোগ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ইহলোকে অসম্ভব। তা যখন অসম্ভব তখন এসব মেনে নেওয়ার ভেতরেই জীবনের সচলতা রক্ষা সম্ভব।

এই যে মেনে নেওয়া অর্থাৎ প্রতিকুল প্রতিটি অবস্থাকে ইহজীবনের স্বাভাবিকতা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া, এটাই সবর। এই সবর অবলম্বন করতে পারলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। তখন যে-কোনও ভাঙন ও পতনের পর আবার উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। জীবনকে সফল করে তুলতে হলে উঠে তো দাঁড়াতেই হবে। নিজেকে চলমান রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত।

মৃত্যুর পরই শুরু হয় আসল জীবন। সেই জীবনের সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজন ইহজীবনকে কর্মময় করে রাখা। অর্থাৎ যখনকার যেই কাজ তা করে যাওয়া। কোনও মুহূর্তকেই নষ্ট হতে না দেওয়া।

সবরের ফলাফল

ধৈর্য বা সবরের ফল দুনিয়ার মধ্যেও পাওয়া যায়, আখেরাতেও পাওয়া যাবে। প্রবাদ আছে, "সবুরে মেওয়া ফলে"। ধৈর্য ধরার উপকরিতা অনেক।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

অনুবাদ: আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে।

বিপদে মুমিন যেভাবে ধৈর্য্য ধারণ করবে

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তার জন্য সম্ভব। কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব

এক. এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

দুই. সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে।

সবরের পুরষ্কার

সবরকারীর পুরস্কার বস্তুত কথায় ও কর্মে যারা 'ইন্না লিল্লাহ'-এর পাঠ ও শিক্ষা অবলম্বন করতে পারে তারাই প্রকৃত সবরকারী। এরকম সবরকারীর জন্যে উপরে যে সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে, সামনের আয়াতে সেই সুসংবাদের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে যে-

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

অর্থ: এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর।

এদের তিনটি পুরস্কারের কথা ঘোষিত হয়েছে। হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর

ভাষায়- "কতই না চমৎকার পাশাপাশি দুই দান।
(ক) বিশেষ করুণা ও
(খ) দয়া।
এবং কতই না চমৎকার অতিরিক্ত দান হিদায়াতপ্রাপ্তি।"

তিন নং আয়াত

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ: যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের ছওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত।

সন্তানের মৃত্যুতে সবর

সন্তান দাম্পত্য জীবন আলোকিত করে। জীবনে স্বর্গীয় সুখ নিয়ে আসে। সন্তানকে দেখে চোখ জুরায় মা-বাবার। রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে দেহ-মন। প্রত্যেক মা-বাবার প্রত্যাশা চোখের সামনে হাটি হাটি পা পা করে সন্তান বেড়ে উঠবে, পৃথিবীতে মানুষের মত মানুষ হয়ে মা-বাবার নাম করবে। অনেক অভিভাবকের এই স্বপ্ন পূরণ হয়। আবার কারও কারও স্বপ্ন আধুরাই থেকে যায়। শৈশব-কৈশোরেই মা-বাবার আগে সন্তান পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। জান্নাতের পাখি হয়ে যায়।

সন্তানকে দেখে দেখে, সন্তানকে নিয়ে রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনে বুনে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পান মা-বাবা। তাই নিজেদের আগেই সন্তানের চলে যাওয়া কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেন না, মেনে নেওয়া সহজ হয় না। তবে আল্লাহ তায়ালা কখনও কখনও কোনও দম্পতিকে মহা পরীক্ষায় ফেলেন। তাদের সন্তানকে নিয়ে যান। তবে এতে হা-হুতাশ না করে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের ওপর ধৈর্যধারণ করলে বিশেষ পুরস্কার রয়েছে।
জান্নাতে 'প্রশংসার ঘর'!

এক হাদিসে এসেছে, হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কারও সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করে ফেলেছ?' তারা বলেন, 'হ্যাঁ'।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা তার কলিজার টুকরার জান কবজ করে ফেলেছ?' তারা বলেন, 'হ্যাঁ'। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমার বান্দা কি বলেছে?' তারা বলেন, 'আপনার বান্দা এই বিপদেও ধৈর্য ধারণ করে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে।'
তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর এবং তার নামকরণ কর 'বাইতুল হামদ', অর্থাৎ, প্রশংসার ঘর।' (তিরমিজি সূত্রে রিয়াজুস সালেহিন : ১৩৯৫)

মৃগী রোগের সবরের প্রতিদান

আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।' তিনি বললেন, ''তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দু'আ করব।'' স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি সবর করব।' অতঃপর সে বলল, '(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন।

(বুখারী ৫৬৫২, মুসলিম ৬৭৩৬)

ব্যাখ্যা:

এ হাদীছে যে কৃষ্ণাঙ্গিনী মহিলার কথা বলা হয়েছে, তার নাম সু'আইরা। উপনাম উম্মু যুফার। তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। যখন রোগের প্রকোপ দেখা দিত, মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতেন। অনেক সময় তাতে সতর খুলে যেত। এমনিতেই মহিলাদের লজ্জার হয়ে পরশি থাকে। তাছাড়া লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গও বটে। তদুপরি তিনি একজন শরম বেশি আমানের এ শাখা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সচেতন ছিলেন। সতর ঢাকা ফরয। ফরযসহ শরী'আতের সকল বিধান পালনের প্রতি সাহাবীগণ বেশি যত্নবান থাকতেন।

এই সাহাবিয়া খুবই চিন্তিত ছিলেন যে, একে তো সতর খুলে যাওয়ায় ফরয তদুপরি এই বিবস্ত্র অবস্থায় কার হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পড়ে যান। তাই পেরেশান থেকে মুক্তির আইহি ওয়াসাল্লাম আনার কাছে দু'আর আবেদন জানালেন। রাঅব গোল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দু'টি অবস্থার একটি বেছে নিতে বালকোহ (ক) দু'আর মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্তিলাভ; (খ) রুগ্ন অবস্থায় থেকে ধৈর্যধারণ ও তার বিনিময়ে জান্নাতলাভ। সাহাবিয়া দ্বিতীয়টি বেছে নিলেন। জান্নাতলাভের আশায় তিনি যতদিন বেঁচে থাকেন, রোগের কষ্ট সয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ, জান্নাতের প্রতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সাহাবীর কী বিপুল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার জন্যে পার্থিব জীবনের যে কোনও রকমের ত্যাগস্বীকারে তারা প্রস্তুত থাকতেন। মৃগীরোগের তো সময়ের কোনও বাছ-বিচার নেই। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যে-কোনও সময় যে-কোনও স্থানে মূর্ছিত হয়ে পড়তে পারে। রোগের কষ্ট ছাড়াও তাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার আশংকা থাকে। এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় পড়ে মৃত্যুর ভয়ও থাকে। কিন্তু এ সাহাবিয়ার তাতে কোনও পরওয়া নেই। জান্নাতলাভের জন্যে সবরকম ঝুঁকিগ্রহণে তিনি প্রস্তুত। তবে হাঁ, লজ্জা-শরমের ব্যাপারটা আলাদা। বিশেষত সতর খুলে

যাওয়ার লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করা ঈমান-আমলের হেফাজতের জন্যও জরুরি। এটা কোনও অবস্থায়ই ত্যাগ করা যায় না। তাই তিনি অনুরোধ করলেন, রোগের ব্যাপারে তো আমি ধৈর্যধারণ করব, তবে সতর খুলে না যায় সে জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন।

যেহেতু রোগে সবর করলে জান্নাত পাওয়ার প্রস্তাবকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাই এ হাদীছে তাঁকে একজন জান্নাতবাসী নারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একজন কালো রঙের নারী ছিলেন। ইসলামে কোনও বর্ণবৈষম্য নেই। সাদা-কালো নির্বিশেষে যে-কেউ আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে চলবে এবং সবর ও শোকরের সাথে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করবে, তার জন্যই জান্নাতের দুয়ার খোলা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জান্নাতের পথের পথিক বানিয়ে দিন- আমীন।

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বালা-মসিবত দেন

عَن أَنْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، رَوَاهُ البخاري.

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশার্ম করেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে বালা-মসিবত দেন। – (বুখারী হাদীছ নং: ৩৯)

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি এর এ হাদীছে প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ রয়েছে। কেননা মানুষের সাধারণত কোনও না কোনও দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মসিবত থাকেই। থাকে শারীরিক রোগ ব্যাধি ও মানসিক কষ্ট। দেখা দেয় জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি ও নানারকম পেরেশানি।

মু'মিনই আল্লাহ তা'আলার দিক থেকে কল্যাণকামনার বাইরে এর যে-কেউ সবর করবে সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভ করবে। কল্যাণ মিয়াবীও হতে পারে, পরকালীনও হতে পারে। দুনিয়াবী কল্যাণ তো এই যে, বিপদ- স্থাপন হলে মু'মিন আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ একে সে সাহায্য লাভ করে।

প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনায় সবরের প্রতিদান

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলা ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোনও প্রতিদিন নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকর তার প্রিয়জনকে তুলে নেই আর সে তাতে ছাওয়াবের আশা করে।
(বুখারী হাদীছ নং: ৩২)

আল্লাহ তাআলা যাখন তাঁর বান্দার কোনও প্রিয়জনকে তুলে নেন অথাৎ তার মৃত্যু দান করেন, তখন বান্দার পক্ষে তা মোটেই অমঙ্গলজনক যায় না। বরং এর ভেতরও প্রভূত কল্যাণ নিহিত থাকে। এ হাদীছে একটি অভাবনীয় কালাদের কথা এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বান্দা যদি সবর করে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ছওয়াবের আশা রাখে, তবে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিদান হিসেবে তাকে জান্নাত দান করা হয়। সুবহানাল্লাহ, বান্দার পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে! কিন্তু দুর্বলচিত্ত বান্দা অনেক সময়ই অধৈর্য হয়ে পড়ে। তার একমাত্র পুত্র বা একমাত্র কন্যা কিংবা পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে সবর করতে পারে না। সে নিজেও একে নিজের জন্যে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির প্রকাশ মনে করে, অন্যেও ভাবে তার উপর আল্লাহ তা'আলার বুঝি গযব পড়েছে। উযুবিল্লাহ। কুরআন মাজীদের এক আয়াতে ইরশাদ-

وَ عَلَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَلَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُون(

অর্থ: এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পসন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।'

বিষয়টা কেবল প্রিয়জনের মৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে-কোনও রকমের ক্ষতি, তা অর্থ-সম্পদের ক্ষতি হোক, কোনও অঙ্গহানি ঘটুক বা সম্মানহানি, তাতে সবর করতে পারলে আল্লাহ তা'আলার কাছে অকল্পনীয় প্রতিদানের আশা রয়েছে। বস্তুত এসব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্যে পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা চান বান্দা সবর - অবলম্বনের মাধ্যমে এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোক এবং আখিরাতের অমূল্য প্রতিদান - লাভ করুক। সেজন্যেই বিভিন্ন

আয়াত ও হাদীছে আখিরাতের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে বান্দাকে সবর অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

ধৈর্যের কঠিন পথকে অবলম্বন করুন

দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটনের সময় দৃঢ় মনোবল নিয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম।

একথা আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, যদি আমি বা আপনি ধৈর্য না ধরি তবে আমাদের অন্য কী করার আছে? একথা স্পষ্ট যে, আমাদের ধৈর্য ধরা ছাড়া অন্য কিছুই করার নেই। আপনার কাছে কি অন্য কোন সমাধান আছে? ধৈর্যের চেয়েও ভালো কোন পথের কথা কি আপনার জানা আছে?

যারা মাহাত্ম্য অর্জন করেন, তাদেরকে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করার পূর্বে দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার এক মহাসাগর পাড়ি দিতে হয়। জেনে রাখুন, এক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই আপনাকে আরেক সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হবে। এই সার্বক্ষণিক সংঘর্ষের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ও আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এগুতে হবে।

এটাই মহামানবদের পথ; দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তাঁরা সঙ্কটের মুকাবিলা করে সকল দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কটকে তাঁরা ধরাশায়ী করে সফলতাকে অর্জন করেছেন।

অতএব, ধৈর্যশীল হোন ও জেনে রাখুন, আপনার ধৈর্য যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। তার মতো ধৈর্য ধরুন, যে আসন্ন শান্তির বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী, যে জানে যে, এক শুভ পরিণতি আসবে। যে তার প্রভুর নিকট পুরস্কার চায়- এ আশায় যে, সমস্যা কবলিত হয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত হবে।
ধৈর্য ধরুন, সমস্যা যাই হোক না কেন আর সামনের পথ যতই অন্ধকার মনে হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, ধৈর্যের সাথে অবশ্যই বিজয় আসবে আর দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির পরেই নেমে আসবে অনাবিল শান্তি।

অতীতের কতিপয় সফল ব্যক্তির জীবনী পাঠ করে আমি তাদের প্রদর্শিত ধৈর্যের সীমা দেখে, পর্বতসম বিশাল সমস্যার বোঝা বহন করার ক্ষমতা দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি, এ বিশাল

পর্বতসম সমস্যার বোঝা বহন করে তাঁরা শুধু অধিকতর শক্তিশালী মানব হিসেবেই পুনঃ প্রকাশিত হয়েছেন। কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টির দংশনের মতোই সংকট তাঁদের মাথার উপরে পতিত হয়েছে তবুও তাঁরা পাহাড়ের মতোই দৃঢ় ছিলেন। তারপর অল্প সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই তাঁরা তাঁদের ধৈর্যের কারণে সফলতার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُوا ۡ

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর।" (সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)

তিনি আরও বলেন,

وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত)

তিনি আরও বলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ

অর্থাৎ "ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।" (সূরা যুমার ১০ আয়াত)

বিপদে বে সবর বান্দার অবস্থা

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আগের থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকি ধৈর্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন

হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। মুসীবতের কারণে নয় বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর। ১০০

সবর আকীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। মুছীবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আকীদাকে নষ্ট করে ফেলে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি মন্দ স্বভাব রয়েছে যা দ্বারা তাদের কুফুরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা"।

এ দু'টি স্বভাব কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা জাহেলী যামানার লোকদের স্বভাব ছিল। তবে যার মধ্যে কুফুরীর কোনো স্বভাব পাওয়া যায় সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যায়না।

সবরের প্রয়োজনীয়তা

এটি পদক্ষেপে মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের জন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ, এ পথে নামলে নানা ধরণের কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

عن صل من أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنْ أَحْسَنُ في بالتي وجادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة ذلك سبيل لي
ادع بالله إِلَّا صَبَرَكَ وَمَا وَاصْبِر .. بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ

"তোমার প্রভুর পথে আহবান কর হেকমত এবং ভাল কথার মাধ্যমে। আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। তোমার প্রভু তো সব চেয়ে বেশি জানেন, কে তাঁর পথ থেকে

বিপথে গেছে আর তিনিই সব চেয়ে বেশি জানেন কারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।... আর ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধর কেবল আল্লাহর উপর।" (সুরা নাহল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে গেলেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। কারণ, এ পথে মানুষের পক্ষ থেকে নান ধরণের যাতনার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা লোকমান সম্পর্কে বলেন, (তিনি তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন):

ور الأم عزم من ذلك إن أصابك ما على واصير المنكر عن وانه بالمعروف وأمر الصلاة أقع بني
يا

"হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। বিপদে ধৈর্য ধরণ করা তো বিশাল সংকল্পের ব্যাপার।" (সূরা লোকমান: ১৭)

তাকদীরকে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি। তাকদীরের উপর ঈমান রাখলে তার অনেক সুফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হল, বিপদে ধৈর্য ধারণ। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দেন এক মহান উদ্দেশ্যে। তা হল এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মোচন করে থাকেন। যেমন আনাস রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

يواني على بدنيه معد منك الشر بعيده الله أراد وإذا الدُّنْيا في العقوبة له عَجَلَ الْخَيْرَ بِعَبْدِهِ اللَّهُ أَرَادَ
ِإِذَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ بِه

"আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গুনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।

ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্না দিতে হয়। আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসাহয়ত্তের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়। বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা

পৃথিবীতে মানুষ যে সকল অবস্থার মুখোমুখি হয়, সেই সকল অবস্থায় দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ, হয় সেগুলি তাহার চাহিদা ও স্বার্থের অনুকুল হবে, না হয় প্রতিকূল। অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় ক্ষেত্রেই সবর করতে হবে। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

اسْتَغْنَى رَاهُ أَنْ لَيَطْغَى الْإِنْسَانَ إِنّ◌َ◌

অর্থাৎ- মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আ'লাক ৬-৭ আয়াত)

জনৈক বুজুর্গ বলেন, বিপদাপদের সময় ঈমানদার সবর করে। কিন্তু- নিরাপদ অবস্থায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন, বিপদের তুলনায় নিরাপদ অবস্থায় সবর করা অধিক কঠিন। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সম্পদের আগমন ঘটলে তারা বলতেন, দারিদ্র্য ও বিপদের সময় যখন আমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তখন আমরা সবর করলাম। কিন্তু আমরা যখন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার ফেৎনার শিকার হলাম, তখন আমরা সবর করিতে পারলাম না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির ফেৎনা সম্পর্কে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন-

الله ذكر عن أَوْلادُكُمْ وَلا أَمْوَالَكُمْ كُمْ تُلْهِ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

অর্থাৎ- মোমেনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল না করে (সূরা মুনাফিকুন ৯ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

فَاحْذَرُوهُمْ كُمْ عَدُوٌّ أَوْلَادِكُمْ وَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ إِنّ◌َ◌

অর্থাৎ- তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

আল্লাহ পাক যথার্থ বলিয়াছেন-

فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا

অর্থাৎ- "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ"। এই আয়াত পাঠের পর তিনি বললেন, আমি আমার সন্তানকে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম

হতে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না এবং তাকে তুলে নিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এর ফলাফল চিন্তা করুন।

মোটকথা, স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার সময় সবর করা ইহা অনেক বড় কাজ।

সবর ঈমানের মূল

সবর হইল ঈমানের মূল। কারণ, সর্বোত্তম নেকী হলো তাকওয়া যা সবর দ্বারা অর্জিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, চারটি বিষয়ের উপর ঈমানের স্থিতি নির্ভরশীল। যথা- একীন, সবর, জেহাদ ও সুবিচার। তিনি আরো বলিয়াছেন, ঈমানের সঙ্গে সবরের সম্পর্ক এমন, যেমন দেহের সঙ্গে মস্তকের সম্পর্ক। অর্থাৎ, মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, অনুরূপ যার সবর নাই, তার যেন ঈমান নাই। বালা-মুসীবত হতে সবর করা হলে এর নাম সবরই বলা হবে এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় নৈরাশ্য। যদি অর্থ-বিত্ত ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে এই সবরের নাম আত্মসংযম। এর বিপরীত অবস্থা হলো আস্ফালন। রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া যদি সবর করা হয় তবে উহার নাম বীরত্ব এবং উহার বিপরীত অবস্থা হইল কাপুরুষতা। ক্রোধ হজম করার ক্ষেত্রে এই সবর করা হলে উহার নাম হবে সহনশীলতা এবং এর বিপরীত অবস্থা হলে ক্রোধান্ধতা। যুগের কোন আপদ হতে যদি সবর করা হয় তবে এর নাম হবে অসিম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হবে স্বল্প সাহসিকতা। কোন কথা গোপন রাখার বিষয়ে যদি এই সবর করা হয় তবে তাকে বলা হবে "গোপন বিষয় রক্ষক"। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে যদি সবর করা হয় তবে এর নাম যুহ্দ বা সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত অবস্থা হলো লোভ ও সংসারাসক্তি। আর নফসের যাবতীয় চাহিদার ক্ষেত্রে যদি স্বল্পতার উপর সবর করা হয় তবে এর নাম অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীত অবস্থা হলো শাহওয়াত।

নিয়মিত সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা হওয়ায় যায় সিদ্দীক ও আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহকে স্বীয় পালনকর্তা জ্ঞান করে সর্বদা এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকে। তারা কখনো সরল পথ বর্জন করে না এবং কখনো আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনী জযবার দাবী বিষয়ে নিজেদের অন্তর সম্পর্কে নিশ্চিত। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরিয়া যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া। (সূরা ফাজর ২৮ আয়াত)

সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা

নিম্নরূপ:

তাড়াহুড়া করা বা ত্বরা প্রবণতাঃ

এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায়। এবং সময়ের পূর্বেই সে আশা করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

تَسْتَعْجِلُونِ فَلَا آيَاتِي سَأُرِيكُمْ عَجَلٍ مِنَ الْإِنسَانُ خُلِقَ

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি

তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আম্বিয়া: ৩৭)

এখানে শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন। যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

عَجُولًا الْإِنسَانُ وَكَانَ بِالْخَيْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنسَانُ وَيَدْعُ

এখানে শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন। যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

عَجُولًا الْإِنسَانُ وَكَانَ بِالْخَيْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ الْإِنسَانُ وَيَدْعُ

অর্থাৎ, আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। (সূরা বনি ইসরাঈল **১১**)

এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে-

سَاعَةً إِنَّ الْبَثُوادِ لَمْ يُوعَدُونَ مَا يَرَوْنَ يَوْمَ كَأَنَّهُمْ لَهُمْ تَسْتَعْجِل وَلَا كَرُّسُلِ مِنَ الْعَوَمَ أُولَمَ أُولَمْ تَسْتَعْجِل
فَاصْبِرْ الْفَاسِقُونَ الْقَوْمُ إِلَّا يُهْلَكُ فَهَلْ بَلَاغٌ نَّهَارٍ مِّن

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে। (সূরা আহকাফ: ৩৫)

আর তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয়। কেননা তাড়াহুড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যেমনিভাবে তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন- তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর সে এর মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

রাগান্বিত হওয়াঃ সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা। বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার করতে হবে। তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের। যেমনিভাবে কুরআন বলছে-

يَغْفِرُونَ هُمْ غَضِبُوا مَا وَإِذَا وَالْفَوَاحِشَ الْإِثْمِ كَبَائِرَ يَجْتَنِبُونَ وَالَّذِينَ

অর্থাৎ, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন

রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুয়ারা: ৩৭) অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

حسنين الْمُ يُحِبُّ وَاللهُ النَّاسِ عَنِ وَالعافين الغيظ والكاظمين والضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ فِي يُنفِقُونَ الَّذِينَ

অর্থাৎ, যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

ক্রোধ বা রাগান্বিত হওয়া এটা ধৈর্যের পরিপন্থী/বিপরীত একটি কাজ। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্রোধ/রাগান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং আসল বীর হলো সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী: ৬১১৪)

হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা

মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে-

مُّؤْمِنِينَ كُنتُم إِن الْأَعْلَوْنَ وَأَنتُمُ تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানদের বলেছেন-

الْقَوْمُ إِلَّا للهِ رُوْحِ مِن يَيْأَسُ لا إِنَّهُ اللهِ رُوحِ مِن تَيْأَسُوا وَلا وَأَخِيهِ يُوسُفَ مِن فَتَحْسَّسُواْهَابَيُونَ

অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

يَمْكُرُونَ مِمَّا ضَيْقٍ في لك وَلَا عَلَيْهِمْ تَحْزَنُ وَلَا بِاللَّهِ إِلَّا صَبْرُكَ وَمَا وَاصْبِرْ

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল: ১২৭) ০১৯১

সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী ও) (বুখারী: ৬১১৪)

হতাশ বা নিরাশ হওয়া

হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা

মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে-

مُّؤْمِنِينَ كُنتُم إِن الْأَعْلَوْنَ وَأَنتُمُ تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯) অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.)

তার সন্তানদের বলেছেন-

الْقَوْمُ إِلَّا للهِ رُوْحِ مِن يَيْأَسُ لا إِنَّهُ اللهِ رُوحِ مِن تَيْأَسُوا وَلا وَأَخِيهِ يُوسُفَ مِن فَتَحَسَّسُواْهَابَيُونَ

অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

يَمْكُرُونَ مِّمَّا ضَيْقٍ في لك وَلَا عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ وَلَا بِاللَّهِ إِلَّا صَبْرُكَ وَمَا وَاصْبِرْ

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল: ১২৭)

সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ

আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ও করুণার ব্যাপকতার স্মরণঃ

মুসিবত দৃশ্যত অসহ্য-কষ্টদায়ক হলেও পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই বান্দার কর্তব্য আল্লাহর সুপ্রশস্ত রহমতের ওপর আস্থাবান থাকা। এরশাদ হচ্ছে:

تَعْلَمُونَ لَا مْ وَأَنتُ يَعْلَمُ وَاللهُ لَكُمْ شَرّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّوا أَنْ وَعَسَى لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ

অর্থাৎ, "এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের وَعَسَى জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছো

অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" (সূরা বাক্কারা: ২১৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মুমিনের বিষয়টি চমৎকার, আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসনাদে আহমদ: ২০২৮৩)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যে সমস্ত নেয়ামত ও অনুদান দ্বারা আবৃত করেছেন, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, যাতে এ অনুভূতির উদয় হয় যে, বর্তমান মুসিবত বিদ্যমান নেয়ামতের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আল্লাহ তায়ালা চাইলে মুসিবত আরো বীভৎস-কঠোর হতে পারত। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা আরো যে সমস্ত বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যেসকল দুর্ঘটনা থেকে নাজাত দিয়েছেন, তা অনেক বড়, অনেক বেশী।

সবর হাসিল করার উপায়

সবর হাসিল করার কিছু উপায়ের মধ্যে-

এক.

বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْبَشّرَاتِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْبَشِرَاتِ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো (কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো (ক্ষুধা দ্বারা এবং কখনো (জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা এরূপ অবস্থায় সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সূরা বাকারা) ২(: ১৫৫-১৫৬

দুই.

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ورابطوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান: ২০০)

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা: আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন.

জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوْتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِين

'''তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ।'''

রাসূলুল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর ধৈর্যশীলতা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠিন বিপদের মধ্যেও দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হতে দেখা যায়নি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন। (আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)

শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহুদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে তা থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন।'

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

বে সবর বান্দাদের চেনার উপায়

আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন- রায্যাক (জীবিকাদাতা) এবং তিনিই উত্তম জীবিকাদানকারী। পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রত্যেকটি জীবের জীবিকা আল্লাহরই দায়িত্বে। কোন লোভাতুরের লোভ অথবা হিংসুকের হিংসা কাউকে তার জীবিকা
হতে বঞ্চিত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের জীবিকার মধ্যে তারতম্য করেন। যেমনিভাবে মানুষের আকার-আকৃতি ও স্বভাব- চরিত্রের মধ্যেও তিনি ভিন্নতা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবিকার মধ্যে বিস্তৃতি দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার সচ্ছলতা দেন, যাকে ইচ্ছা জীবিকা সংকুচিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞান ও লিপিকার ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা বণ্টন করেন। তাঁর পূর্ব জ্ঞান ও লিপিকাতে রয়েছে বান্দাদের মধ্যে কে সচ্ছল জীবিকা পাবে, আর কে সংকুচিত জীবিকা পাবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রভূত হেকমত (গূঢ় রহস্য)। তাঁর সকল হেকমত অনুধাবন করা বান্দার সাধ্যে নেই। জীবিকায় সচ্ছলতা দান ও সংকোচনের একটি হেকমত হচ্ছে- নেয়ামত দিয়ে অথবা বিপদ-আপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করা।

"আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [সূরা আম্বিয়া, ৩৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

"মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, তার রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে: আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। সূরা ফজর, আয়াত: ১৫-১৬]

এই বক্তব্যের পর আল্লাহ তাআলা বলেন, "এটা অমূলক"। অর্থাৎ মানুষ যা ধারনা করে প্রকৃত অবস্থা তদ্রুপ নয়। বরঞ্চ জীবিকার সচ্ছলতা ও সংকোচন বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা; তাকে সম্মান দেয়া বা অপমান করা নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শুকরগুজার ও ধৈর্যশীল বান্দা এবং অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য বান্দাদের চেনা যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী। ।

বে সবরের পরিনতি

“ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।” (আস যুমার: ১০]

ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে,

তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

বে সবর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করে কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

عين أجم الناس و الجِنَّةِ مِن جَهَنَّمَ لأَمْلَئَنَ مِنِّي الْقَوْلُ حَق لكن وَ هُدَاهَا نَفْسٍ كُلَّ تَيْنَا لَا شِئْنَا لَوْ وَ

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা সেজদা ১৩ আয়াত)

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। কেহ তাদেরকে হেদায়েত করতে চাইলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর-

الْعِلْمِ مِنْ مَبْلَغُهُمْ ذَلِكَ الدُّنْيَا الْحَيَوةَ إِلَّا يُرِدْ وَلَمْ ذِكْرِنَا عَنْ تَوَلَّى عَمَّن فَاعْرِض

অর্থাৎ- অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার দিক হতে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্তই। (সূরা নাজম ২৯-৩০ আয়াত)

বর্ণিত অবস্থার পরিচয় হলো, মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করতঃ পার্থিব কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। ইহা নির্বুদ্ধিতার চরম স্তর।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

تمنى و هوها از بع من الحمق و الموت بـ عدل ما عمل ونفسه دان من الكيس

অর্থাৎ- সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য على الله আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের ইচ্ছার অনুকরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বাসনা করে। অর্থাৎ- এই শ্রেণীর লোককে কে উপদেশ দিলে বলে, আমি তো তওবা করতে চাচ্ছি কিন্তু সময় হয়ে উঠতেছে না। সুতরাং এই কারণে তার আশাও করছি না। আর তওবা করার ইচ্ছা না থাকলে বলে, আল্লাহ পাক তো গাফুরুর রাহীম এবং ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে

নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হলো আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, এ অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না।

বে সবর কবিরা গুনাহ

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে অধৈর্য হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুন্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন:

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ، الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

"মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা"। (মুসলিম ৬৭)

আবূ মালিক আশ্-আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرَانٍ

"বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস- পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে"। (মুসলিম ৯৩৪)

কারো নিকট হতে কষ্ট পেলে যেভাবে সবর করব

কারো থেকে কষ্ট পেলে তার থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমাসূলভ দৃষ্টিতে দেখা এবং ঐ পরিস্থিতে সবর করা উচিত। যে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে তাকে প্রতি উত্তর করলে তর্কবিতর্ক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিধায় কোন মানুষের কাছে নিজের দুঃখ কষ্ট শেয়ার না করে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজের মনের কথা বললে তিনি সমাধানের পথ বের করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে কষ্টদাতার জন্য বদদোয়া না করে তার হেদায়াত বা সংশোধনের জন্য দোয়া করা উচিত।

সবর করতে না পারলেও কি পুরস্কার পাবে

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

ب امرأة رسول الله صلى النبي مر : قال عنه الله رضى مالك بن أنس عن

لم في إنك عني، إلى يك قالت وصبري الله اتقى » : فقال قبر، عند تمكي

عليه الله صلى الله بي لها في تقبل تعرفه، ولم بمصيبتي، تصب

وابين ، عنده تجد في لم اسلم، عليه الله صلى النبي باب فأنت و سلم ب

الصدمة عند الصبر إن ما » : قال ف أعرف ك، لم : وقالتالأب

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেনঃ সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই। (সহীহ-বোখারী-১২৮৩)

আমলের ক্ষেত্রে বেসবর হলে তা বাতিল হবে

ইবাদতের উপর সবর করার সময় তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

প্রথমতঃ ইবাদতের পূর্বে। অর্থাৎ ইবাদতের পূর্বেই নিয়তকে সহী করে এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে সবর করতে হবে। যেই ব্যক্তি নিয়তের হাকীকত, এখলাস, রিয়া, নফসের প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে, সেই ব্যক্তি ভালভাবেই জানতে পেরেছে যে, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে সবর করা বড় কঠিন কাজ। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিয়তের উপরই আমল নির্ভরশীল।"

মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে কাঁদলেন এবং তাঁর পাশে যারা ছিল তাদেরকেও কাঁদালেন। এরপর বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তখন আমি তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন।" [সহিহ মুসলিম (৯৭৬)]
যদি কান্নার সাথে গালে চপেটাঘাত করা, জামাকাপড় ছেড়া ও আল্লাহ্‌ তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি যুক্ত হয়; তাহলে সেটি নাজায়েয। যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ
(রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" [সহিহ বুখারী (১২৯৪)]
নববী (রহঃ) বলেন:
"মর্সিয়া-ক্রন্দন, বিলাপ করা, গালে চড় মারা, জামাকাপড় ছিড়ে ফেলা, চেহারাতে খামচি মারা, চুল ছেড়া ও হায়হুতাশ করে আর্তনাদ করা; এই সবকিছু মাযহাবের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। জমহুর আলেম স্পষ্টভাবে হারাম বলেছেন। একদল আলেম হারাম হওয়ার মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।" [শারহুল মুহায্যাব (৫/২৮১)
ইবনে আব্দুল বার বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: فإذا وجب فلا تبكين باكية (যদি অবধারিত হয়ে যায়; তাহলে ক্রন্দনকারিনী হবে না)। এখানে অবধারিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থ হচ্ছে: (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) মৃত্যুর পর চিৎকার ও বিলাপের কোন কিছু জায়েয নয়। তবে অশ্রু-বিজর্সন ও অন্তর ভারাক্রান্ত হওয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে সাব্যস্ত হাদিস রয়েছে এবং একদল আলেম এর পক্ষে রয়েছেন।" [আল- ইসতিযকার (৩/৬৭) থেকে সমাপ্ত)

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন, "মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াব প্রাপ্তির নিয়ত করা; বিলাপ না করা, জামাকাপড় না ছেড়া, গালে চপেটাঘাত না করা ইত্যাদি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" যেহেতু তিনি সহীহ হাদিসে আরও বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যামানার চারটি বিষয় রয়েছে; যেগুলো তারা ত্যাগ করবে না: আত্মগুণ নিয়ে অহংকার করা, বংশের উপর কালিমালেপন করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।

যেহেতু তিনি আরও বলেছেন: "যদি বিলাপকারিনী নারী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে তাকে এমন অবস্থায় তোলা হবে যে, তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা এবং অভ্যন্তরীণ জামা হবে (তথা চামড়া হবে) খোসপাঁচড়ার।" [সহিহ মুসলিম]

নিয়াহা (বিলাপ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: উচ্চস্বরে মৃতের জন্য ক্রন্দন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "আমি প্রত্যেক উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারিনী, মাথা-মুণ্ডণকারিনী ও জামা-ছিন্নকারিনী থেকে মুক্ত"। "মাথা- মুণ্ডণকারিনী" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী মুসিবতের সময় মাথার চুল ফেলে দেয় কিংবা টেনে তুলে ফেলে। "জামা-ছিন্নকারিনী" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী বিপদের সময় গায়ের জামা ছিড়ে ফেলে। আর "উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারিনী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী মুসিবতের সময় কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে। এর প্রত্যেকটি অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ। তাই কোন নারী বা পুরুষের জন্য এর কোনটি করা জায়েয নয়"। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৩/৪১৪) থেকে সমাপ্ত)। [৪]

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ لَعَنَ مَنْ خَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ.

"নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন মাথা মুন্ডনকারিণী, বিলাপকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলাকে'। (নাসায়ী ১৮৬৯)

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَعَنَ الخامسة وجهها، والشاقة جيبها، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.

"নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সে মহিলাকে যে নিজ চেহারায় খামচি মারে, নিজ বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং নিজ ধ্বংসকে আহবান করে"। (ইবনু মাজাহ্ ১৬০৭)

কেউ জীবিত থাকাবস্থায় নিজ পরিবারকে বিলাপের ব্যাপারে সতর্ক না করলে সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবার তার জন্য বিলাপ করলে তাকে সে জন্য কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
الْمَيْتُ يُعَذِّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.
"মৃত ব্যক্তিকে তার উপর কারোর বিলাপের কারণে তার কবরেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে"। (বুখারী ১২৯২) ।১৫]

অসুস্থতার দিনে সবরের পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। ভালো জিনিস দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, আবার দুঃখ-কষ্ট দিয়েও তিনি পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, 'জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি এবং তোমাদের সবাইকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫)

অসুস্থতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি বান্দার বিশ্বাস কতটুকু, তা পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ চান বান্দা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাক। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেন। তিনি আরো বলেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। (জামে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৬)।

মসীবতে বে সবর হলে তা হতে উত্তোরণের উপায়

মসীবতে পতিত হয়ে পেরেশানী হতে বাঁচার অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে, বান্দা এই দৃঢ় বিশ্বাস করবে, যেই মসীবতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তা কখনই তাকে ছাড়ার ছিলনা। আর যেই মসীবতে সে পড়েনি, তা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধই ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-
مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن تَبْرَأَهَا اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ لَيْرٌ عَلَيْكَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
"পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য

দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধ্যত অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।

মসীবতে পড়ে কেউ যদি স্বীয় মসীবতটি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার রব (প্রভু) তার জন্য ছুটে যাওয়া বস্তু অনুরূপ বা তার চেয়ে আরও উত্তম বস্তু রেখে দিয়েছেন। মসীবতে পড়ে সে যদি সবর করে ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এমন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন, যা ঐ মসীবতের চেয়ে অনেক বড়।

মসীবতে পতিত ব্যক্তির উচিৎ তার ডানে-বামে তাকিয়ে অন্যান্য মসীবতগ্রস্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সে অচিরেই দেখতে পাবে যে, কোন উপত্যকাই মসীবতগ্রস্ত থেকে খালী নেই এবং প্রত্যেক গ্রাম ও শহর শুধু সুখী মানুষে ভরপুর নয়। দুনিয়ার সুখ অল্প সময় হাসালেও অধিক সময় কাঁদায়, এক দিন খুশী করলে

যুগ যুগ ধরে কষ্ট দেয় এবং অল্প সময় ভোগ করালেও অধিক সময় বঞ্চিত করে। মসীবতের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা জরুরী যে, হা-হুতাশ করে হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে ফেরত আনা যাবে না এবং দুঃখও লাঘব হবে না; বরং পেরেশানী ও হাতাশা আরও বৃদ্ধি পাবে।

মসীবতে পড়লে বান্দা বিশ্বাস করবে যে, ধৈর্যধারণকারী এবং ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীগণকে যে নিয়ামাত ও ছাওয়াব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তা মসীবতের চেয়ে বহুগুণ বড়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ! إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এ সব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত"।

জেনে রাখা উচিৎ যে, হতাশা প্রকাশ করলে এবং ধৈর্যহারা হলে মসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি ক তাঁর প্রভুকে ক্রোধান্বিত করে, শয়তানকে খুশী করে, প্রতিদান নষ্ট করে এবং স্বীয় নফস্কে দুর্বল করে। আর বান্দা ছাওয়াবের আশায় সবর করার মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করে।

বান্দার আরও জেনে রাখা উচিৎ যে, সবরের মাধ্যমে যে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয়, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি ফেরত পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

মসিবতের চেয়ে নিআমতের পরীক্ষা বেশি কঠিন

স্বাভাবিকভাবে আমরা দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অভাব-অনটন ইত্যাদিকেই কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করি। কিন্তু বাস্তবতা হল, দুঃখ- দুর্দশা, রোগ-শোক ইত্যাদি অনাকাক্সিক্ষত ও অপ্রীতিকর অবস্থা যেমন পরীক্ষা তেমনি সুখ-শান্তি, সম্পদ-প্রাচুর্য, আরাম-আয়েশ, স্বস্তি-সুস্থতা ইত্যাদি কাক্সিক্ষত

ও প্রীতিকর অবস্থাও পরীক্ষার বিষয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এবিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً.

আর আমি মন্দ ও ভালো দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করি। -সূরা আম্বিয়া) ২১ 🙂 ৩৫

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয় পছন্দ কর যেমন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি- সুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ইত্যাদি এবং যা কিছু অপছন্দ কর যেমন দুঃখ-কষ্ট, অভাব- অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি (সবই পরীক্ষা। উদ্দেশ্য- যাচাই করা যে, তোমরা পছন্দ ও কাক্সিক্ষত বিষয়ের শোকর কর কি না এবং অপছন্দ ও অনাকাক্সিক্ষত অবস্থায় সবর কর কি না। -তাফসীরে তবারী ১৪/৪৪০

ইবনে কাসীর রাহ, বলেন, অর্থাৎ আমি কখনো তোমাদের উপর বিপদ-আপদ নাযিল করি এবং কখনো নিআমতরাজি দান করি। উদ্দেশ্য হল পরীক্ষা করা যে, নিআমত পেয়ে কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, আর কে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এবং দুঃখ-কষ্টে কে সবর করে, আর কে নিরাশ হয়ে যায়।- তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৩৪২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

مِنْهُمُ الصّٰلِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذلك وبلولهم بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

তাদের মধ্যে কতক ছিল সৎকর্মশীল এবং কতক অন্য রকম। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা সঠিক পথের দিকে ফিরে আসে।-সূরা আরাফ) ৭(: ১৬৮

কারো জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে ঘেরা, কেউবা দুঃখ-দুর্দশায় ন্যুজ; কিন্তু পরীক্ষার ভেতর আছে সকলেই এবং সব অবস্থা-ই পরীক্ষার অবস্থা। রোগ- শোক, দৈন্য-দুর্দশা যে পরীক্ষা, মানুষ সাধারণত তা বোঝে। তাই এসব হালতে মানুষ সবর করার চেষ্টা করে। একে-অপরকে সবরের নসীহত করে। মানুষের দিল-মন তখন কিছুটা হলেও আল্লাহর দিকে রুজু হয়। এমনকি কাফের- মুশরিকরাও বড় বড় মসিবতের সময় আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

আল্লামা মাজদুদ্দীন ফায়রুযাবাদী রাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কখনো পরীক্ষা করেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা, যাতে তারা শোকর করে। কখনো পরীক্ষা করেন দুঃখ-দৈন্য দিয়ে, যাতে তারা সবর করে।

বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার

বড় কিছু অর্জন করতে গেলে বড় কিছু বিসর্জন দিতে হয়। বড় কোনো পুরস্কার পেতে গেলে বড় ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। জান্নাতের মহা পুরস্কার লাভ করতে গেলে দুনিয়াতে বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই বহু ঈমানদারের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ লেগে থাকে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে রাসুল (সা.) বলেন,

'মুমিনের জন্য দুনিয়া কারাগারসদৃশ ও কাফিরের জন্য জান্নাতসদৃশ।' (মুসলিম, হাদিস: ২৯৫৬)

বিভিন্নমুখী বিপদাপদ মোকাবেলা করতে করতে দুনিয়ায় দুঃখজর্জরিত মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার আর কোনো গুনাহ থাকবে না। রাসুল (সা.) বলেন,

'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তান ও সম্পদে সর্বদা বালা-মুসিবত লেগেই থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে তার কোনো গুনাহ থাকবে না।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৯)

পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকদের সাময়িক অবকাশ দেওয়া হয়। দুনিয়ায় পাপী, অবিশ্বাসী ও খারাপ মানুষের জয়জয়কার দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পবিত্র কোরআনে এসেছে, বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫)

কিন্তু এই অবকাশ তাদের কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং কিয়ামতের দিন এদের কঠিনভাবে পাকড়াও করা হবে।

রাসুল (সা.) বলেন,

'যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান তখন তার গুনাহের বদলা নিজের কাছে আটকে রাখেন, যাতে কিয়ামতের দিন পুরোপুরিভাবে তাকে বদলা দিতে পারেন।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৬)

এ দুনিয়ায় সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত কারা-এমন প্রশ্নের জবাবে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

'এ দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন বিপদগ্রস্ত হলেন নবীরা। তারপর ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নেককাররা। মুমিন পরীক্ষিত হবে তার দ্বিন অনুযায়ী। যদি সে দ্বিনের বিষয়ে কঠিন হয়, তাহলে তার পরীক্ষা সে অনুযায়ী কঠিন হবে।

আর যদি সে দ্বিনের ব্যাপারে ঢিলা হয়, তার পরীক্ষা অনুরূপ হালকা হবে। মুমিনের ওপর এভাবে পরীক্ষা চলতে থাকবে। এমন একসময় আসবে যে সে জমিনের ওপর চলাফেরা করবে এমন অবস্থায় যে তার কোনো গুনাহ থাকবে না।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৮)

কেননা, মুমিনের জন্য বালা-মুসিবত গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। রাসুল (সা.) বলেন,

'মুমিন কোনো ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা উদ্বিগ্নতা ভোগ করে না, এমনকি তার কোনো কাঁটাও বিঁধে না, যেগুলোর বিনিময়ে কাফফারা হিসেবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন না।' (বুখারি, হাদিস: ৫৬৪১)

কাজেই দুনিয়াতে যার পরীক্ষা যত বড়, তার পুরস্কার তত বড়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন,

নিশ্চয়ই বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার ফলে হয়ে থাকে। আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি সেই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৬) (৭)

সবরের বিনিময়ে জান্নাত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন: আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিই), আর সে তাতে সবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি। (বুখারী)

আতা ইবনে রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

'আমাকে ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না কি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, এই কালো মহিলাটি (ইংগিত করে দেখালেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার শরীর বিবস্ত্র হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি বলেন, যদি তুমি চাও সবর করতে পার। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি চাও তো আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি। সে বলল, আমি সবর করব কিন্তু আমার শরীর যে বিবস্ত্র হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, যাতে বিবস্ত্র না হই। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন।' (বুখারী, মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত,

'একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেনঃ হে লোকেরা! তোমরা দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের আকাঙক্ষা করো না, আল্লাহ্র নিকট শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন সবর করবে (অটল থাকবে)। জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ চালনাকারী ও দুশমন বাহিনীকে পরাস্তকারী আল্লাহ। তাদেরকে পরাস্ত কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী কর।' (বুখারী, মুসলিম)

উপসংহার

ইসলাম আমাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া ও ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিয়েছে। ধৈর্যকে সর্বোত্তম নিয়ামত অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, ধৈর্য হচ্ছে সৎগুণের মূল। কুরআন মাজীদে সবর বা ধৈর্য শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে প্রচলিত অর্থে সবর বলতে শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করাকেই বুঝানো হচ্ছে। যে শব্দগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জড়তা, অসাড় ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধৈর্য বা সবরের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা অটল থাকা অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, কিছুতেই হতাশ বা ভেঙ্গে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত প্রত্যাশা করা। পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে রব! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন।।